মেয়র আনিসুল হকের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হচ্ছে নীরবে

কালের কণ্ঠ অনলাইন ৩০ নভেম্বর, ২০১৯ ১৩:১০ | পড়া যাবে ৩ মিনিটে

প্রিন্ট

ফাইল ফটো

আজ শনিবার ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) সাবেক মেয়র আনিসুল হকের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। ২০১৭ সালের ৩০ নভেম্বর লন্ডনে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আনিসুল হক।

অ- অ অ+

রাজধানীবাসীর কাছে তুমুল জনপ্রিয় এই সাবেক মেয়রের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার কোনো কর্মসূচি হাতে নেয়নি ডিএনসিসি। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে বেশ কিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

গত বছরের এই দিনে আনিসুল হকের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ডিএনসিসির পক্ষ থেকে মিলাদ, দোয়া ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এ ছাড়া আনিসুল হকের একান্ত চেষ্টায় উদ্ধার হওয়া তেজগাঁও-সাতরাস্তা সড়কটির নামকরণ করা হয়েছিল তাঁর নামে। ‘বৃক্ষের জন্য হাসপাতাল’ উদ্বোধন করা হয়েছিল আনিসুল হকের সম্মানে।

ডিএনসিসি সূত্রে জানা যায়, বাসযোগ্য নগর গড়ার লক্ষ্যে আনিসুল হকের নেওয়া বেশ কয়েকটি উদ্যোগও স্থবির হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো বনানীর ফুডকোর্ট। সুরম্য এই ফুডকোর্ট ভবনের কাজ শেষ হলেও এখনো তা চালু করতে পারেনি ডিএনসিসি। ওই জায়গায় এখন ‘স্মার্ট কার পার্কিং’ করার কথা ভাবা

হচ্ছে। এ ছাড়া আনিসুল হকের সময় দারুণ জনপ্রিয়তা পাওয়া ‘নগর অ্যাপটিও’ চালু করা যায়নি। সাতরাস্তা সড়ক পুরোপুরি দখলমুক্তও করতে পারেনি ডিএনসিসি। এসব নিয়ে আনিসুল হকের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ আছে।

রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক ও ফুটপাত প্রশস্ত করা, শ্যামলী থেকে গাবতলী পর্যন্ত রাস্তা ও বিভিন্ন এলাকার পার্ক দখলমুক্ত করা এবং শহরের পথচারীদের জন্য আধুনিক টয়লেট নির্মাণ শুরু করেন তিনি। গুলশান, বনানী, বারিধারা ও নিকেতন এলাকায় বিশেষ রঙের রিকশা এবং ‘ঢাকা চাকা’ নামে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস সেবা চালু করেন আনিসুল হক। বিমানবন্দর সড়কে যানজট কমাতে মহাখালী থেকে গাজীপুর পর্যন্ত সড়কে ইউলুপ করার উদ্যোগও তার।

আনিসুল হকের জন্ম নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে ১৯৫২ সালে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (সম্মান) ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। আশির দশকে টেলিভিশন উপস্থাপক হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তিনি একজন সফল ব্যবসায়ীও। ১৯৮৬ সালে তার নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ‘মোহাম্মদী গ্রুপ’ প্রতিষ্ঠা করেন।

আনিসুল হকের ছেলে নাভিদুল হক কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘বাবার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পরিবারের পক্ষ থেকে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে। সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে কোনো অনুষ্ঠানের বিষয়ে এখনো জানি না আমরা।’ আজ ছুটির দিনে আনিসুল হকের মৃত্যুবার্ষিকী হওয়ার কারণে ডিএনসিসির পক্ষ থেকে কোনো কর্মসূচি নেই বলে জানিয়েছেন মেয়র আতিকুল ইসলাম। আগামীকাল রবিবার মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হবে বলে জানান তিনি।